মূলশব্দাবলীঃ
ইহসান
শ্রেষ্ঠত্ব
কল্যাণ
কৃতজ্ঞতা/ধন্যবাদ
ভাল

Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

7 August 2026 / 23 Safar 1448H

ইহসান: উৎকর্ষতা অর্জনের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا ٱللَّهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ٱللَّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ ٱللَّهِ، ٱتَّقُوا ٱللَّهَ. قَالَ تَعَالَىٰ فِي ٱلتَّنْزِيلِ: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

বরকতময় জুম্মার হে সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ,

আসুন, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সকল আদেশ যথাযথভাবে পালন করার এবং তাঁর সকল নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আমাদের তাকওয়াকে আরও সুদৃঢ় করার আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সেইসব বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যাঁরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে ইহসানকে ধারণ করেন এবং তা বাস্তবে অনুসরণ করে্ন।

আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

আজকের খুতবায় আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সূরা আল-কাসাসের ৭৭ নম্বর আয়াতের বাণী নিয়ে আলোচনা করবঃ

وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ

যার অর্থ হলোঃ ***"আর তুমি মানুষের প্রতি ইহসান করো, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি ইহসান করেছেন।"***

প্রিয় মুসল্লিবৃন্দ,

এই আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের ঈমানের একটি মৌলিক নীতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আর তা হলো **ইহসান**। এই আয়াত আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আমরা যে প্রতিটি ভালো কাজ করি, তা যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের ওপর অগণিত যে নিয়ামত বর্ষণ করেছেন, তার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ হয়।

সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ,

প্রতিদিন আমরা প্রশান্তচিত্তে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হতে পারি। আমাদের জীবনসঙ্গীরা নিরাপদে আছেন। আমাদের সন্তানরা নিশ্চিন্তে বিদ্যালয়ে যায় এবং নিরাপদে ঘরে ফিরে আসে। তাদের নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের প্রতিনিয়ত উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকতে হয় না।

আমাদের মসজিদগুলোর দ্বার সর্বদা আমাদের জন্য উন্মুক্ত। আমরা সেখানে সিজদায় অবনত হতে পারি এবং মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারি। গভীর রাতে কিংবা ভোরের নীরব প্রহরে মসজিদের পথে হেঁটে যাওয়ার সময় যে শান্তি, নিরাপত্তা ও প্রশান্তি আমরা অনুভব করি, সেটিও মহান

আল্লাহর এক মহামূল্যবান নিয়ামত—যে নিয়ামত পৃথিবীর বহু অঞ্চলের অসংখ্য মানুষ আজ হারিয়ে ফেলেছে।

তাই আসুন, আমরা প্রত্যেকে আন্তরিকভাবে নিজেদের কাছে একটি প্রশ্ন রাখি: কেবল মুখে "আলহামদুলিল্লাহ" উচ্চারণ করাই কি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অগণিত নিয়ামতের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য যথেষ্ট?

প্রিয় মুসল্লিবৃন্দ,

একটি সুপ্রসিদ্ধ হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, যার অর্থ: **"ইহসান হলো তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পারো, তবে (এ বিশ্বাস রাখবে যে) তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন।"**

আর ইমাম মুসলিম (রহ.) বর্ণিত আরেকটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ইরশাদ করেছেন, যার অর্থ: **নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে ইহসান অবলম্বন করা ফরজ (বা অপরিহার্য) করেছেন...**

সম্মানিত আলেমগণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, এসব হাদিসে ইহসানের যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তার উদ্দেশ্য হলো মানুষের অন্তরে সর্বদা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উপস্থিতির অনুভূতি জাগ্রত রাখা। যখন একজন মুমিনের অন্তরে এই সচেতনতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিটি কাজ সর্বোত্তমভাবে সম্পাদন করার চেষ্টা করে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎকর্ষ অর্জনের জন্য সচেষ্ট থাকে।

এর অর্থ হলো, একজন মুমিন যেখানেই থাকুক না কেন—মসজিদে, কর্মক্ষেত্রে, শ্রেণিকক্ষে কিংবা জনসমাজে—তার প্রতিটি আচরণ ও কর্মে উৎকর্ষ ও ইহসানের পরিচয় ফুটে ওঠা উচিত।

একজন মুমিন কর্মচারী কেবল উর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রশংসা বা স্বীকৃতি লাভের জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেন না। একজন মুমিন শিক্ষার্থীও শুধু পরীক্ষা ঘনিয়ে এলে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করে না। বরং একজন মুমিন প্রতিটি দায়িত্ব সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। কারণ, সে বিশ্বাস করে যে মহান আল্লাহ সর্বদা তাকে পর্যবেক্ষণ করছেন, এবং সে একান্তভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টিই কামনা করে।

সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ,

আমাদের ইহসান তখনই পূর্ণতা লাভ করে, যখন তা অন্য মানুষের জন্য কল্যাণ ও উপকার বয়ে আনে। আমাদের পারস্পরিক নির্ভরশীল সমাজে এই বিষয়টির গুরুত্ব আরও বেশি। কারণ, মহান আল্লাহর অনুগ্রহে আমাদের সমাজের শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি আমাদের প্রত্যেকের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও অবদানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর এটাই ইহসানের বাস্তব প্রকাশ।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন: **“আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় মানুষ সেই ব্যক্তি, যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী।”** (তাবারানি)

এটাই ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য ও পরিচয়। আমাদের সৎকর্ম ও ইহসানের পরিধি পরিচিত-অপরিচিত, জাতি, সংস্কৃতি কিংবা বংশপরিচয়ের সীমারেখায় আবদ্ধ হতে পারে না। যখন আমরা সহমর্মী মুমিনে পরিণত হই, বিশ্বস্ত কর্মচারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করি, কিংবা সমাজে কল্যাণ ও মঙ্গল ছড়িয়ে দিই—তখনই আমরা আমাদের প্রকৃত অবদান রাখি। আর এভাবেই আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আজ আমাদের প্রতি দানকৃত অসংখ্য নিয়ামতের যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

প্রিয় মুসল্লিবৃন্দ,

আমাদের জীবনে **ইহসান**-এর এই মহান মূল্যবোধ বাস্তবায়নের জন্য আসুন আমরা দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগ দিই।

প্রথমত: প্রতিকূলতার মধ্যেও ইহসানকে ধারণ করা

একজন মুমিনের জীবনে ইহসানের গুণাবলি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি বিপদ-আপদ ও প্রতিকূলতার সময়ও তা সমানভাবে প্রতিফলিত হওয়া উচিত। আমাদের আশপাশের মানুষ যখন কোনো সংকট বা কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, তখন ইহসান আমাদের আহ্বান জানায় তাদের পাশে দাঁড়াতে, সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে এবং আন্তরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে।

প্রকৃতপক্ষে, সমাজে যখনই নতুন কোনো চ্যালেঞ্জের উদ্ভব হয়, তখন তার সমাধান খুঁজে বের করার জন্য আমাদের সম্মিলিতভাবে কাজ করতে কখনোই দ্বিধা করা উচিত নয়। আমরা এর সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখতে পাই আমাদের শিক্ষকমণ্ডলী ও আসাতিযায়ে কিরামের মাঝে, যারা ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের সমাজকে গড়ে তুলতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। একইভাবে, আমাদের ফতোয়া প্রতিষ্ঠানও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় গভীরভাবে পর্যালোচনা করে সময়োপযোগী দিকনির্দেশনা প্রদান করছেন, যাতে আমরা বর্তমান সময়ের নানা চ্যালেঞ্জ ইসলামের আলোকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে পারি।

দ্বিতীয়ত: সেবা ও কল্যাণের পরিধি সম্প্রসারণ করা

নিঃসন্দেহে নিজের এবং নিজের পরিবারের যত্ন নেওয়া আমাদের প্রথম দায়িত্ব। তবে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা' যদি আমাদের সম্পদ, সময় কিংবা জ্ঞান ও দক্ষতার ক্ষেত্রে প্রাচুর্য দান করে থাকেন, তাহলে আমাদের উচিত সেই নিয়ামতকে শুধু নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে কল্যাণের পরিধি আরও বিস্তৃত করা।

আমাদের সৎকর্ম যেন কেবল আমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে। আল্লাহপ্রদত্ত এই নিয়ামতগুলো অন্যদের সঙ্গে ভাগাভাগি করি এবং সেগুলোকে মানুষের কল্যাণে ব্যয় করি, যাতে একের পর এক কল্যাণের ধারা সৃষ্টি হয় এবং তার সুফল দীর্ঘদিন ধরে সমাজে অব্যাহত থাকে।

প্রিয় মুসল্লিবৃন্দ,

আসুন, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অনুগ্রহে আমরা যেখানেই থাকি না কেন এবং যে দায়িত্বেই নিয়োজিত থাকি না কেন, সর্বত্র কল্যাণ ও ইহসানের বাহক হওয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাই।

মহান আল্লাহ সূরা আর-রাহমানের ৬০ নম্বর আয়াতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন:

هَلۡ جَزَآءُ ٱلۡإِحۡسَٰنِ إِلَّا ٱلۡإِحۡسَٰنُ ٦٠

অর্থ: *"ইহসানের প্রতিদান ইহসান ছাড়া আর কী হতে পারে?"*

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে সর্বদা সৎকর্ম ও ইহসানের ওপর অবিচল থাকার তাওফিক দান করুন, আমাদের প্রতিটি উত্তম প্রচেষ্টায় বরকত দান করুন এবং আমাদেরকে শান্তি, সম্প্রীতি ও সার্বিক কল্যাণের মধ্যে নিরাপদে রাখুন। **আমীন, ইয়া রাববাল আলামীন!**

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كما أَمَر، وَأَشْهَدُ أن لا إِلَه إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُولُه. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِهِ وَأَصْحابِهِ أَجْمَعِين. أَمّا بَعْد، فَيا عِبادَ الله، اتَّقُوا اللهَ تَعالى فِيما أَمَر، وانتَهُوا عَمَّا نَهاكُم عَنْهُ وَزَجَر.

أَلا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلى النَّبِيِّ المُصْطَفى، فَقَدْ أَمَرَنا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قال في كِتابِهِ العَزِيز: إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّها الَّذِينَ ءامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ.

وارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ وَعَلِيّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحابَةِ وَالقَرابَةِ وَالتَّابِعِين، وَتابِعِي التَّابِعِين، وَعَنّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِماتِ، الأَحْياءِ مِنْهُم وَالأَمْواتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنّا البَلاءَ وَالوَباءَ وَالزَّلازِلَ وَالمِحَن، ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَن، عَن بَلَدِنا خاصَّةً، وَسائِرِ البُلْدانِ عامَّةً، يا رَبَّ العالَمِين. اللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوانَنا المُسْتَضْعَفِينَ فِي غَزَّة وَفِي فِلَسْطِينَ وَفِي كُلِّ مَكانٍ عامَّةً، يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين. رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنا عَذابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذْكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.